সাদিপুর ঘাট

হেরোইনের হাট

বেনাপোল থেকে **মামুন রহমান**

হেরোইন সেবন করছে এক যুবক

দেশের প্রধান স্থলবন্দর বেনাপোলসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রাম দিয়ে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার হেরোইন আসছে। প্রশাসনের সঙ্গে চুক্তি করে শক্তিশালী একটি চক্র ভারত থেকে ঐ হেরোইন আনছে। যে কারণে বারবার হেরোইনের চালান আটক হলেও রাঘববোয়ালরা ধরা পড়ছে না। এমনকি আটককৃত হেরোইন পরীক্ষাগারে গিয়ে আটায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে জেল-জুলুমের ঘানি টানতে হচ্ছে বাহক বা জোনদের। সীমান্তের মানুষ মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত। এসব ভয়ঙ্কর অমানুষকে চিনলেও প্রাণের ভয়ে টুঁশব্দটি পর্যন্ত করতে পারেন না। কেউ কেউ সাহস করে গোপনে বিষয়টি থানা পুলিশ বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকজনকে জানিয়ে ফল না পাওয়ায় এখন আর কেউ সে কাজটিও করেন না। যে কারণে এ সীমান্ত দিয়ে হেরোইন পাচারের কাজটি এখন হচ্ছে অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটেই। তবে এরপরও মাঝে মাঝে বেনাপোলে হেরোইন ধরা পড়ছে। যার নেপথ্যেও রয়েছে রহস্য। আর কোনো কোনোটি স্রেফ দুর্ঘটনা। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতিগত কারণে অথবা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কোনো টিম সোর্সের মাধ্যমে সংবাদ পেয়েই ঐসব হেরোইন আটক করে থাকেন। আবার থানা পুলিশ বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা বা তাদের অধঃস্তনদের মধ্যে বখরা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জের হিসেবেও অনেক সময় হেরোইন ধরা পড়ে।

২৮ জুন। যশোরের বেনাপোল বন্দর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পায়, সকালের দিকেই সাদিপুর ঘাট দিয়ে আনা কিছু হেরোইন পাচার হয়ে যাবে পার্শ্ববর্তী কাগজপুকুর গ্রামে। সেখান থেকে ঐ হেরোইন যাবে যশোরে। সে অনুযায়ী ওঁৎ পেতে থাকে পুলিশ। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সোর্সের দেয়া তথ্য মতো সালোয়ার-কামিজের ওপর বোরখা পরা একটি মেয়েকে আসতে দেখেন তারা। কিন্তু তাকে থামিয়েই হতচকিত হয়ে যান সবাই। কারণ মেয়েটি ছাত্রী। বেনাপোল দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে সে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় পুলিশ। শেষে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়! তবুও সাহস করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে এবং এক পর্যায়ে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। তার কাছে পাওয়া যায় ৫০০ গ্রাম হেরোইন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ছাত্রীটির নাম শাহনাজ ওরফে রেখা। দেশের শীর্ষ আদম পাচার ও হেরোইন চোরাচালানের ঘাট সাদিপুরে তাদের বাড়ি। সাদিপুর বেনাপোল সীমান্তে বাংলাদেশের শেষ গ্রাম। ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জোন্তিপুর। একই গ্রামের আকবর আলী ঐ হেরোইন তাকে দিয়েছিলো পার্শ্ববর্তী কাগজপুকুর গ্রামের রাহেলা নামে এক চোরাকারবারী মহিলার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। কিন্তু তার আগেই সে ধরা পড়ে যায়।

গাতপাড়ার ঝন্টুর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা ১ কেটি হেরোইন

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশসেরা এই চোরাচালান সিন্ডিকেটটি দিয়ে প্রতিদিন শুধু হেরোইন আসে ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকার। সংঘবদ্ধ একটি শক্তিশালী মাদক পাচারকারী চক্র ঐ হেরোইন আনছে। তাদের ওপারেও রয়েছে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। আর এ কথাটি প্রথমবারের মতো ফাঁস করে দেয় সাদিপুর গ্রামের আব্দুল হকের স্ত্রী ফাতেমা খাতুন। বেনাপোলস্থ বিডিআরের জওয়ানরা তাদেরকে এক কেজি হেরোইনসহ আটক করেছিলো গত বছরের ২৭ অক্টোবর। ধরা পড়ার পর ফাতেমা স্বীকার করে, সে হেরোইনের নিয়মিত বাহক। সে এবং তার স্বামী দীর্ঘদিন থেকেই এ পেশায় নিয়োজিত। সাদিপুর থেকে তারা যশোর, বরিশাল, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হেরোইন পৌঁছে দিতো। বিনিময়ে পেত টাকা। ঐ দিন তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ১ কেজি হেরোইন যশোর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পৌঁছে দেয়ার। সাদিপুরের জনৈক দুখু মিয়া ছিলো ঐ হেরোইনের মালিক। শুধু তাই নয়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফাতেমা পিলে চমকে দেয়ার মতো তথ্য দেয়। সে জানায়, সাদিপুরসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে প্রতিদিন প্রায় হেরোইনের বাজার বসে। প্রতিদিন ওপার থেকে ১০ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত হেরোইন আসে। ঐ সমস্ত হেরোইন নির্ধারিত বাহকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার খুচরা বিক্রেতারা এসে কিনেও নিয়ে যায়। এ কাজটি চলে অত্যন্ত গোপনে। যে কারণে খুব সহজে কেউ বুঝতে পারে না।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোরের একটি সূত্রে জানা যায়, এ বছরের ২ এপ্রিল তারা এ ধরনের একটি আস্তানায় হানা দিয়ে ১ কেজি হেরোইন আটক করতে সক্ষম হয়। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কারণ হেরোইন

পাচারকারীরা পরিদর্শক নাসির উদ্দিনকে কামড়িয়ে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায়। হেরোইন আটকের এ ঘটনাটিও চাঞ্চল্যকর। সূত্র মতে, ২ এপ্রিল মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা গোপন সূত্রে জানতে পারেন, ঐ দিন সীমান্তবর্তী গাতিপাড়া গ্রামের ঝন্টুর বাড়িতে হেরোইনের বড় একটি চালান আসবে। খবর পেয়ে ছদ্মবেশে ক্রেতা সেজে পরিদর্শক নাসিরউজ্জামান আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গাতিপাড়ায় যান এবং বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ঝন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করে ১ কেজি হেরোইন কিনতে চান। শেষ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঝন্টু হেরোইনের প্যাকেট পরিদর্শক নাসিরের হাতে তুলে দিতেই তিনি ঝন্টুকে ধরে ফেলেন। ঘটনা বুঝতে পেরে ঝন্টুসহ তার সঙ্গে থাকা অন্যান্যরা ধস্তাধস্তি করে এবং কামড়িয়ে ঝন্টুকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ সময় তারা অন্তত ৫ প্যাকেট হেরোইনও নিয়ে যায়।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সাদিপুর সীমান্তের হেরোইন ব্যবসায়ীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের দিয়েই হেরোইন পাচার করে থাকে। এদের মধ্যে যেমন পাক্কা হেরোইন পাচারকারী রয়েছে তেমনি রয়েছে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রীরাও। তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়েই হেরোইন বহনে রাজি করানো হয়। ২০০০ সালের ১০ এপ্রিলের ঘটনা। যশোর কোতোয়ালি থানার পুলিশ খবর পায় দিগন্ত পরিবহনের ঢাকা-মেট্রো ব-৫৩৮ নং কোচে ঢাকায় হেরোইন যাবে। খবর পেয়ে পুলিশ ঐ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হাবিবুর রহমান ও আকলিমা খাতুন ওরফে আন্না নামে এক যুবতীকে ৫০০ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করে। পরে পুলিশ জানতে পারে তাদের বাড়িও সাদিপুরের পাশের গ্রাম বাহাদুরপুরে। হাবিবুর হেরোইন ব্যবসায়ী এবং আন্না কলেজছাত্রী। কৌশলে তাকে রাজি করিয়ে তার ব্যাগে ভরেই হেরোইন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সূত্র মতে, সাদিপুর, গাতিপাড়াসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে প্রায় হেরোইনের বাজার বসে। কে হেরোইন বিক্রেতা আর কে নয় তা সহজে খুঁজে বের করাও কঠিন। তবে এরা কাজ করে এতোই সতর্কতার সঙ্গে যে, এলাকায় গেলে সহজে বোঝাই যায় না সেখানে হেরোইন বিক্রি হয়। সাদিপুর গ্রামে হেরোইন বিক্রির হাট বসে তার আর একটি প্রমাণ হলো, এ অঞ্চলের যেখানেই হেরোইন আটক হয়েছে, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তাদের সিংহ ভাগেরই বাড়ি সাদিপুরে। গত বছরের অক্টোবর মাসে যশোরের বিডিআর ঝিকরগাছার লাউজানি থেকে ২ কেজি হেরোইন উদ্ধার করে। পরে জানা যায়, ঐ হেরোইন আনা হয়েছিলো সাদিপুর থেকেই। এরপর যশোর-বেনাপোল সড়কের লাউজানি থেকে ১ কেজি হেরোইনসহ আটক হয় মশিয়ার নামে এক যুবক। তার বাড়িও সাদিপুর গ্রামে। একই বছর চট্টগ্রামে ৫০০ গ্রাম হেরোইনসহ ধরা পড়ে আলমগীর ও বেল্লাল নামে সাদিপুরের ২ যুবক। সেখানে আরো ধরা পড়ে সোবহান ও তার ছেলে মুন্ডে। তাদের বাড়িও ছিলো সাদিপুরে। এছাড়া আরিচা ঘাটে ১ কেজি হেরোইনসহ ইলিয়াস, ১ কেজি হেরোইনসহ জোনাব আলী দৌলতদিয়া ঘাটে, দেড় কেজি হেরোইনসহ আলেয়া বেগম ঢাকার রমনা থানায়, ১ কেজি হেরোইনসহ আমির ও ২ কেজি হেরোইনসহ মহসিন ঢাকায় গ্রেপ্তার হলেও তাদের সবারই বাড়ি ছিলো হেরোইন নগরী সাদিপুরে। আর সর্বশেষ যশোরের পুলিশ ও বিডিআর বেনাপোল এলাকা থেকে ১০ জনকে হেরোইনসহ আটক করেছে। যাদের প্রত্যেকেই সাদিপুর থেকে হেরোইন আনছিলো এবং তাদের অধিকাংশের বাড়িও সাদিপুরে।

অবাধে হেরোইন পাওয়া যাওয়ায় যশোরাঞ্চলে এখন শিশু কিশোররাও প্রকাশ্যে হেরোইন সেবন করে

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, এভাবে প্রকাশ্যে একটি এলাকায় হেরোইনের বাজার বসলেও প্রশাসন এক প্রকার নিশ্চুপ। তার একটিই কারণ, তারা মোটা অঙ্কের মাসোহারা পেয়ে থাকেন। আর মাঝেমধ্যে যে হেরোইন ধরা পড়ে তার কোনো কোনোটা সাজানো নাটক। সূত্র মতে, সাদিপুর ঘাট দিয়ে যে কোটি কোটি টাকার হেরোইন পাচার হয় তা সবাই জানে। এজন্য পাচারকারীই পুলিশ যোগসাজসেই কিছু হেরোইন ধরিয়ে দেয়। তবে ঐ হেরোইন অত্যন্ত নিম্নমানের। ঐ অঞ্চলে উন্নতমানের হেরোইন ধরা পড়েছে তেমন নজির নেই। মূলত প্রশাসন যে হেরোইন পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার তা দেখানোর জন্যই নাটকটি মঞ্চস্থ করে। যার আরো একটি প্রমাণ হলো বারবার হেরোইন আটকের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত একজন রাঘববোয়ালকেও আটক করতে পারেনি, যা ছিলো খুব সহজ। সূত্র মতে, শুধু সাদিপুরে নয়, সীমান্তের ওপারের জোনতিপুরে কারা হেরোইন এদেশে পাচার করে এপারের পুলিশ তাও জানে। জোনতিপুরের কুখ্যাত হেরোইন বিক্রেতা আতিয়ার, তার ভাই মতিয়ার, মশিয়ার, রবিউল ও আজিম কখন, কিভাবে সাদিপুরে দুখু, আইউব, লতিফ, রফিকুল, জুম্মান, আহাদ, মিটন, জহুরুল, গাতিপাড়ার ঝন্টুদের কাছে হেরোইন পাঠায় তা পুলিশও যেমন জানে, তেমনি জানে বিডিআর এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্তারা। এমনকি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও তা ভালোভাবে জানে। কিন্তু তারা কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয় না মাসোহারা পাওয়ার কারণেই। সূত্রটি জানায়, পদক্ষেপ নেয়া তো দূরের কথা, স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় নতুন কোনো মাদকের আখড়া বা পাচারকারী চক্রের ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ হলে সব পক্ষই ছুটে যায় তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে। যে কারণে সাদিপুরের মাদকের হাট বন্ধ নয়, দিনকে দিন আরো প্রসারিত হচ্ছে। মরণনেশা হেরোইনে আসক্ত হয়ে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে। আর প্রশাসনের দুর্নীতিপরায়ণ লোকজন দু'হাতে কালো টাকা হাতিয়ে নিয়ে দিনকে দিন ফুলে-ফেঁপে মোটা হচ্ছে। কিন্তু সাদিপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ এ অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। কারণ তাদের সন্তানরাও বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ছে ঐ চক্রের খপ্পরে। আর এজন্যই তারা দ্রুত কঠোর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চান।

পুলিশের হাতে আটক খুচরা হেরোইন বিক্রেতা পারুল

হেরোইনসহ বিডিআরের হাতে ধরা পরা এক বাহক